ওয়াদা ও কসম

ওয়াদাঃ ওয়াদা অর্থ প্রতিশ্রুতি, কথা দেয়া। ওয়াদা পূর্ন করা খুব জরুরী। ওয়াদার জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে:

...সকল ওয়াদা পূর্ন কর। ওয়াদা সম্পর্কে জবাবাদিহি করতে হবে (১৭ ইসরা: ৩৪)

ইসমাঈল আঃ এক ব্যক্তিকে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়ে ছিলেন। নির্ধারিত স্থানে এসে না পেয়ে তিনদিন অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর এ কাজে খুশি হয়ে মহান আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

কিতাবে ইসমাঈলকে স্মরন কর। সে ওয়াদা পালনকারী, রাসূল ও নবী ছিল। (১৯ মারইয়াম: ৫৪)

ওয়াদা ভঙ্গের পরিনতিঃ= ওয়াদা ভঙ্গ অন্যতম কবিরাহ গুনাহ। সহীহ বর্ননা মতে রাসূল সাঃ বলেছেন: যার আমানত নেই তার ঈমান নেই আর যার ওয়াদা নেই তার দ্বীন (নীতি, আদর্শ বলতে কিছুই) নেই। (আহমদ)

কসমঃ= কসম মানে শপথ করা, দিব্যি করা। কসম তিন প্রকার। যথাঃ

ক. লাগ্'য়া (উদ্দেশ্য বিহীন কসম)
খ. গু'মুস (মিথ্যা কসম)
গ. মুন্য়া'ক্বিদাহ (গ্রহন যোগ্য কসম)।

লাগ'য়াঃ= অনিচ্ছাকৃত বা অভ্যাসগত ভাবে কসমের শব্দ ব্যবহার করাকে লাগ'য়া বলে। লাগ'য়া কসমে পাপ হয় না। কাফফারাহ ও দিতে হয় না।

গু'মুসঃ= অতীতের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসমকে গু'মুস বলে। গু'মুস করিবাহ গুনাহ। গুমুসের জন্য তাওবাহ করতে হয়। তবে কাফফারাহ দিতে হয় না।

মুন্য়া'ক্বিদাহঃ= ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার কসমকে মুন্য়া'ক্বিদাহ বলে। মুন্য়া'ক্বিদাহ পূর্ন করা ওয়াজিব। ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়।

কসমের কাফফারাহ হল: কসম ভঙ্গ করার পর দশজন মিসকীনকে খানা বা কাপড় দিতে হয় নতুবা একজন গোলাম আজাদ করতে হয়। আর না পারলে তিনটি রোজা রাখতে হয়।

যে কসম ভঙ্গ করা জরুরীঃ কোন ভাল কাজ না করার বা মন্দ কাজ করার কসম করলে তা ভঙ্গ করা জরুরী। এমন কসম ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

লাগ'য়া কসমের জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। তবে ইচ্ছাকৃত কসমের জন্য অবশ্যই ধরবেন। এর কাফফারাহ হল: পরিবারের সাধারন খাদ্য-মানে দশজন মিসকীনকে খাদ্য বা কাপড় দেয়া নতুবা একজন দাস মুক্ত করা। আর না পারলে তিনটি রোজা রাখা। এ হল: কসমের কাফফারাহ। কসম পূর্ন কর। আল্লাহ তাঁর বিধান এ ভাবেই বর্ননা করেন যেন তোমরা শুকর কর। (৫ মাইদাহ: ৮৯)

মিথ্যা কসমের পরিনতিঃ মিথ্যা কসম দ্বারা জাগতিক ফায়দা হাসিল কারীর সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। এমন ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে চির জাহান্নামী। বর্নিত হয়েছেঃ

সাহাবী আশ্য়া'স্ বিন কাইস্ বলেন: এক ইয়াহুদের সাথে আমার কিছু জমির লেন-দেন ছিল। ইয়াহুদী অস্বিকার করলে মামলা নিয়ে রাসূল সাঃর কাছে গেলাম। আমার কোন সাক্ষ্য ছিল না। তাই (ইসলামী বিধান মতে) ইয়াহুদীকে কসম খেতে বলা হল। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে মিথ্যা কসম করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে! নাযিল হলঃ

যারা আল্লাহর নামে কৃত (মিথ্যা) কসম দ্বারা দুনিয়া গ্রহন করল। আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। আখেরাতে আল্লাহ (গুস্বা হয়ে) তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (নেক নজরে) তাকাবেন না, তাদের পাপমুক্ত (ক্ষমা) করবেন না। তাদের তরে যন্ত্রনা দায়ক আযাব। (৩ আ-ল ইমরান: ৭৭)

কসমের নিয়মঃ কসম শুধু আল্লাহর নামে করতে হয়। আল্লাহ নাম বা সিফাত ছাড়া অন্য নামে কসম করা গুনাহের কাজ। এমন কসম গ্রহন যোগ্য নয়। যেমন বর্নিত হয়েছেঃ

ক. ইব্ন্ উমার রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করল সে কুফর বা শিরক্ করল। (আহমদ)

খ. ইবন্ উমার রাঃ থেকে বর্নিত। উমার রাঃকে বাপের নামে কসম করতে দেখে রাসূল সাঃ বললেন: শোন ! কারো বাপের নামে কসম করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কসম করতে হলে আল্লাহর নামে করবে, নতুবা চুপ থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে গুনাহ হয় এবং এর জন্য তাওবাহ করতে হয়। বর্নিত হয়েছেঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি লাত বা উয্যার নামে কসম করল সে যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' বলে (তার ঈমানকে নবায়ন করে)। (বুখারী ও মুসলিম)

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. ওয়াদা পূর্ন করা অতি জরুরী।
২. ওয়াদা পূর্ন না করলে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে।
৩. ওয়াদা ভঙ্গ করা কবিরাহ গুনাহ।
৪. ওয়াদা ভঙ্গকারী নীতিহীন, ভ্রষ্ট।
৫. কসম তিন প্রকার। লাগ্'য়া (উদ্দেশ্যহীন কসম), গু'মুস (মিথ্যা কসম) ও মুন্য়া'ক্বিদাহ (গ্রহন যোগ্য কসম)।
৬. লাগ্'য়া (উদ্দেশ্যহীন) কসমে পাপ হয় না, কাফফারাহ ও দিতে হয় না।
৭. গু'মুস (মিথ্যা) কসমে পাপ হয়। এর জন্য তাওবাহ করতে হয়। তবে কাফফারাহ দিতে হয় না।
৮. মুন্য়া'ক্বিদাহ (গ্রহন যোগ্য) কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়।
৯. কসমের কাফফারাহ হল: কসম ভঙ্গ করার পর দশজন মিসকীনকে খানা বা কাপড় দিতে হয় নতুবা একজন গোলাম আজাদ করতে হয়। আর না পারলে তিনটি রোজা রাখতে হয়।
১০. কোন ভাল কাজ না করার বা মন্দ কাজ করার কসম করলে তা ভঙ্গ করা জরুরী। এমন কসম ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়।

১১. মিথ্যা কসম দ্বারা জাগতিক ফায়দা হাসিল কারীর সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। এমন ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে চির জাহান্নামী।
১২. কসম শুধু আল্লাহর নামে করতে হয়। আল্লাহ নাম বা সিফাত ছাড়া অন্য নামে কসম করা গুনাহের কাজ। এমন কসম গ্রহন যোগ্য নয়।

অনুশিলনীঃ

১. ওয়াদা কি, ওয়াদা পূর্ন না করলে কি হয় ?
২. ইসমাঈল আঃ এক ব্যক্তির জন্য তিনদিন অপেক্ষা করেছিলেন কেন ?
৩. ওয়াদা ভঙ্গের পরিনতি বর্ননা কর।
৪. কসম কি, কসম কয় প্রকার ও কি কি ?
৫. কোন কসমে গুনাহ হয় না। ?
৬. কোন কসমে গুনাহ হয় তবে কাফফারাহ দিতে হয় না। ?
৭. কোন কসম পুরা না করলে কাফফারাহ দিতে হয়।
৮. কোন ধরনের কাজে কসম করলে তা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয় ?
৯. কসমের কাফফারাহ কি ?
১০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করলে কি হয় ?
১১. উমার রাঃ বাপের নামে কসম করলে রাসূল সাঃ কি বলেছিলেন ?

সত্য মিথ্যা নির্নয় করঃ

১. ওয়াদা করে ভঙ্গ করলে কিছু হয় না।
২. ওয়াদা ভঙ্গ করা ভাল নয় তবে এতে কোন পাপ হয় না।
৩. যে ওয়াদা রক্ষা করে না সে নীতিহীন।
৪. ভবিষ্যতে কোন কাজ না করার কসমকে লাগ'য়া কসম বলে।
৫. অতীতের কোন ব্যাপারে মিথ্যা কসমকে বলে মুন্‌য়া'কিদাহ।
৬. লাগ'য়া কসমে গোনাহ হয় না।
৭. গু'মুস কসমে পাপ হয়। তবে কাফফারাহ দিতে হয় না।
৮. মুন্‌য়া'কিদাহ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়।
৯. মা-বাবা বা সন্তানের নামে কসম করলে কোন পাপ হয় না।
১০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করলে পাপ হয়।